প্রকাশ: ১৩৪৯

প্রকাশক :

ইন্দ্রনীল চক্রবর্ত্তী

"নিরালা"

৪৩৪ পূর্বসিঁথি রোড

কলিকাতা-৭০০০৩০

প্রচ্ছদ :

তপন

মুদ্রক :

শ্রীমতী রেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৪

কবিদম্পতি

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

ও

আরতি চট্টোপাধ্যায়-কে

আমাদের বন্ধুত্বের

রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে।

রচনাকাল : ১৩৮১-১৩৮৫

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্মৃতিবিস্মৃতির পার

ভোরের প্রার্থনা

যে-দীপের স্নিগ্ধালোকে তোমাকে চেয়েছি
যন্ত্রণার রাত্রিময় আমার হৃদয়ে,
সে-দীপের আলোকেই তোমাকে পেয়েছি
আকাশের বুক-ভরা রোদের উদয়ে।

যে-ব্যথার ছিন্নমালা প্রত্যাশার সুরে
এক মনে গেঁথে গেছি তোমার উদ্দেশে,
সে-ব্যথার মালাখানি শূন্যের সুদূরে
আকাঙ্ক্ষার অন্ধ ঝড়ে গেছে উড়ে, ভেসে।...

বেদনার ম্লান ভোরে, হে রুদ্র, অব্যয়—
আমাকে জাগাও, করো তেজের প্রত্যয়।

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম
আমার রক্তের স্পন্দন, আমার স্বপ্নের স্বরলিপি।

হাজার-হাজার অন্ধকার ব্যর্থতার দিনরাত্রি পার হ'য়ে
অবশেষে আমি এসে পৌঁছোলাম—
আমি এসে পৌঁছোলাম তোমার হৃদয়ে
দুই হাতে ঠেলে-ঠেলে নির্বাক বেদনার
অন্ধ আর গাঢ় কালো মেঘ।

অকস্মাৎ অস্তিত্বের দুর্বিসহ রাত্রি যেন ভোর হ'য়ে এলো
যৌবনের খরদীপ্ত সূর্যের আলোর বন্যায় ;
এবং প্রেমের পাখি হৃদয়-প্লাবিত-করা গান গেয়ে-গেয়ে
নিসর্গপ্রকৃতি জুড়ে এঁকে গেলো
জীবনের প্রতীক্ষিত ভোরের আল্‌পনা।

তবু, আমার জীবনের অন্ধকার দূর হ'লো কই ?
চেতনার আকাশে-আকাশে কোথায় আলোকরেখা ?
কোথায় স্মৃতির গান ? কোথায় স্বপ্নের নীল নেশা ?

তাই, আমি তাই
আমার ধূসর মনের অতল গভীরে
শুধুমাত্র তোমাকেই উদ্‌ভ্রান্ত খুঁজে-খুঁজে ফিরি।

তাই, আমি তাই
তোমাকে দিলাম
আমার রক্তের স্পন্দন, আমার কান্নার স্বরলিপি।

ছিন্ন দিনলিপি

১. ত্রিপদী

আকাশ সমুদ্র ঘেরা ধরিত্রীকে জুড়ে,
যতোই খুঁজেছি তাকে বর্ণে-গন্ধে-সুরে,
ততোই সে গেছে চ'লে দূরে, আরো দূরে।...

২. দু'টি প্রশ্ন

দাও, আমাকে ব'লে দাও,
তোমাকে হারিয়ে কী-ক'রে চালাবো এই জীবনের নাও?

যাও, আমাকে ব'লে যাও,
আমাকে হারিয়ে তোমার জীবনে আর কাকে পেতে চাও?

৩. জল

তোমার চোখের জল—কী-গভীর!
আমার চোখের জল—কী-গভীর!

হঠাৎ কেন স্মৃতির রেখা অশ্রু হ'লো?
তোমার চোখে আমার চোখে বন্যা এলো, বন্যা এলো।

৪. গান

হাজার দাঁড়ের পান্সীখানি ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও,
হৃদয়লীনা, অচিনপুরে আমায় নিয়ে যাও।

ইচ্ছাবিধুর স্বপ্নখানি ছড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও,
অনুরাগের নৌকো ক'রে আমায় নিয়ে যাও।

ক্লান্ত দিনে গানের সুরে রাঙিয়ে দাও, জাগিয়ে দাও,
সুদূরবানী, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও।

একটি জিজ্ঞাসা

কেন এতো কান্না আজো? দেখো একবার
চক্ষু মেলে চারিদিকে; কতো স্বপ্নভার
জমে আছে আমাদের দৃষ্টির প্রত্যয়ে—
কী-ক'রে বোঝাবো বলো! জয়ে-পরাজয়ে
পৃথিবী আগেরই মতো এখনো মধুর;
কান পেতে শোনো সেই পরিচিত সুর
সারা দেহমন জুড়ে। সন্ধ্যার বাতাসে
কতো ইচ্ছা ভাষা খোঁজে প্রেমের উচ্ছ্বাসে!
আকাঙ্ক্ষার হ্রদে জেগে আদিম জোয়ার,
এখনো তো ভেঙে দেয় চেতনার পাড়।

তবুও হৃদয়ে ফোটে পলাশ করবী,
তবুও দু'চোখে ভাসে আবেগার্ত ছবি।

তবে আর বৃথা কেন কান্না নিয়ে থাকো,
মনের আকাশখানি কালো মেঘে ঢাকো?

সহজ গভীর

কচি-কচি পাতাদের শরীরে প্রাণের
কতো আলো, কতো আভা!   কতো আবেগের
কতো ছবি আমাদের মনের ভিতর
গ'ড়ে তোলে বাসনা ও বেদনার ঘর।

আরো দেখো, কতো স্মৃতি সকালে বিকেলে
অনুভবে মমতার দীপশিখা জ্বেলে
ছুঁয়ে যায় আমাদের বুকের গভীর;
(আহা, সেই স্মৃতিগুলো কেমন নিবিড়।)

তাই আজ একাএকা ব'সে-ব'সে ভাবি:
এই চেনা পৃথিবীই অমরার চাবি
দিতে পারে আমাদের; অমরার সিঁড়ি
নেমে এসে থেমে গেছে এই পৃথিবীরই
চেনা পথে; প্রতিদিন আমরা সবাই
পৃথিবীর পথে হেঁটে সেখানেই যাই।

অনুরাগবতী

অনেক বেদনাময় তার সেই এক জোড়া চোখ
আজো আহা, চেয়ে আছে। চেয়ে বুঝি থাকবে চিরকাল
হেমন্ত বসন্ত জুড়ে, শীতে, গ্রীষ্মে,—আসন্ধ্যাসকাল,
অন্তহীন যন্ত্রণায় বিদ্ধ ক'রে দ্যুলোক ভূলোক।

সে আসে অনুরাগের অমর্ত্য সোনার তরী বেয়ে,
হৃদয়ের শান্ত হ্রদে অনুভপ্ত কতো ঢেউ তুলে!
চেতনার অবগাঢ় বেদনায় নিজ মনে নেয়ে,
আমাকে সাজিয়ে রেখে, চ'লে যায় অন্ত উপকূলে।

আমি তাকে রোজ দেখি ছলোছলো হিমেল প্রভাতে,
দেখি তাকে ছায়া-ম্লান গোধূলির স্নিগ্ধ আঙিনাতে;
তাকে দেখি শ্রাবণের ধারাস্নানে, পৌষের ধূসরে
সে আসে, আবার যায় বিচিত্রিত প্রহরে-প্রহরে।

নিসর্গপ্রকৃতি ব্যেপে তার সেই যাওয়া আর আসা,
আমার অন্তরে জ্বালে অন্ধকারে দীপ্ত ভালোবাসা।

প্রত্যাবর্তন : অপ্রেম থেকে প্রেমে

চলো সখি, এইবার ফিরে যাই প্রেমের আলোয়
অপ্রেমের অন্ধকার ছেড়ে ; আমি ভালোয়-ভালোয়
তোমাকে দুঃখের গঙ্গা পার ক'রে দেবো ; (কোনো ভয়
নেই ।) তুমি খুঁজে নিও হৃদয়ের হারানো অভয় ।

দেখো সখি, গোধূলির আকাশের রক্তের প্লাবন
কী-প্রমত্ত তীব্রতায় ছুঁতে চায় আমাদের মন
শিরায়-শিরায় জ্বেলে আদিম সে-তৃষ্ণার অঙ্গার ।
হায়-হায়, এ-ব্যথার নেই বুঝি কোনো পারাপার !

শোনো সখি, চেতনার সেই কোন্ গহন গহীনে
যৌবনের হাহাকার ; চলো, চলো, রাত্রি থেকে দিনে
ফিরে গিয়ে, এইবার প্রেমের অমেয় ধারাস্নানে
জীবন জুড়িয়ে নিই ; বাতাস ব্যাকুল করি গানে ।

সখি আমার, আমার সখি, বাউল মনের মাঝে
তোমার প্রেমের বাঁশরীখানি রাত্রিদিন যে বাজে ।

আমার বনে-বনে ধরলো মুকুল

আমার বনে-বনে ধরলো মুকুল,
আর ভালোবাসায় ভরলো দু'কূল,
হৃদয়ের যমুনায় ;
(তবু বুঝি এ-ব্যথার নেই পারাপার।)
হায় সখি হায়,
তুমি শুধু মেঘময়ী ধু-ধু সাহারায়
বসন্তের বাসনায় ; কখনো সঘন
বৃষ্টিবতী নও। অথচ আমার মন
শেষ ক'রে সুদূরান্ত ভুবনভ্রমণ
এখন পৌঁছোলো এসে
বকুলের গন্ধাতুর দেশে।

আমার বনে-বনে
ধরলো মুকুল...আমার বনে-বনে।

সুন্দরী আশ্বিন

আবার আশ্বিন এলো, সুন্দরী আশ্বিন ;
শান্ত ভীরু পায়ে
বাঙলার পাড়া গাঁয়ে-গাঁয়ে
পথ চিনে ফের এলো লজ্জানম্র দিন।

খণ্ড মেঘ নীলাকাশে
উধাও সুদূরে ভাসে ;
হৃদয়ের স্বপ্ন-কামনার
কেঁদে-কেঁদে সারা।

শুভ্র কাশের গুচ্ছে, ভোরের শিশিরে,
পরিশুদ্ধ চেতনাকে ঘিরে
কী-নিবিড় স্বপ্ন জাগে,
আশ্বিনের মায়ারাগে !

হে আমার আশ্বিনের স্বপ্নার্পিত রাত্রি আর দিন,
কী-ক'রে শোধাবো, বলো, তোমাদের মমতার ঋণ ?

একাধিক প্রেমের কবিতা

॥ প্রেমিক ॥

আঁধার ঘনিয়ে এলে পৃথিবীর 'পরে,
একটি প্রেমিক খুঁজে কামনার ধন
দীপ জ্বালে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে;
শুরু করে দ্বিতীয় সে-ভুবনভ্রমণ।

তারপর ছোটোবড়ো কতো ভাঙা ঢেউ
জেগে ওঠে আবেগের গভীর সাগরে।
জোনাকিরা আলো দেয়, গান গায় কেউ;
একটি মেয়ের কথা তার মনে পড়ে।

॥ অন্য প্রেমিক ॥

আরেক প্রেমিক ছিলো বড়ো দুঃখ পেয়ে
একদিন দুইদিন তিনদিন নয়,
সমস্ত যৌবন ধ'রে সেই গান গেয়ে
একজন করেছিলো তাকে ব্যথাময়।

নিসর্গপ্রকৃতি জুড়ে মধুমাস এলে
আজো তাই সে-প্রেমিক মনে করে তাকে—
অন্ধকার অনুভবে স্থির দীপ জ্বেলে
একদিন খুব কাছে পেয়েছিলো যাকে।

॥ অন্য এক প্রেমিক ॥

শুকায় টেবিলে প'ড়ে বকুলের গুচ্ছ,
আশা নিয়ে মালা আর গাঁথে না তো কেউ ;
তার কাছে হ'য়ে গেছে সব কিছু তুচ্ছ,
কারণ হৃদয়ে তার নেই সেই ঢেউ।

তাই কি সে স্নান করে শিশিরের জলে—
যখন সন্ধ্যার লগ্নে ঝিঁ-ঝিঁ দেয় ডাক
গানে-গানে বেদনায় কতো কথা বলে,
গ্রামের প্রতিটি ঘরে বেজে ওঠে শাঁখ ?

॥ অন্য আর এক প্রেমিক ॥

হ'য়ে গেলো সাতদিন তবু সে তো এলো না,
সেই মেয়ে কথা দিয়ে কথা রাখলো না ;
দুঃখের আগুনে পুড়ে ভাবে একজন—
'কোথায় ঘটেছে, আহা, ঘটনা এমন !'

তারপর একা ব'সে জানালার ধারে
বারবার দূর পথে বৃথাই তাকায় ;
অবশেষে এই ভেবে হৃদয় রাঙায়—
'হয়তো আগামীকাল সে আসতে পারে।'

কোনো-কোনো গান, ফুল, স্মৃতি ও স্বপ্ন

কিছু গান, নিসর্গের বুক থেকে গুমরে-ওঠা
কোনো-কোনো উদাসীন গান
যেইমনে কবিতার দুঃখ আসে, আমি তাই
কবিতার দুঃখকে পোহাই।

কিছু ফুল, বাগানের দূর থেকে ভেসে-আসা
কোনো-কোনো ফুলের সৌরভ
আমার প্রেমিকা যেন, আমাকে প্রেরণা দেয়
সৃজনের মহাতপস্যায়।

কিছু স্মৃতি, যৌবনের অন্ধকারে পুষে-রাখা
কোনো-কোনো যন্ত্রণার স্মৃতি
প্রাণের অরণ্য জুড়ে সারারাত কামাতুরা
বাঘিনীর প্রমত্ত গর্জনে
আমাকে কাঁপিয়ে ফেরে থেকে-থেকে বীতপত্র
ফাল্গুনের রক্তিম ব্যথায়।

কিছু স্বপ্ন, জীবনের ছায়াপথ ধ'রে-ধ'রে
উঁকি-দেয়া কোনো-কোনো স্বপ্ন
আমাকে মায়ের মতো স্নেহ করে; (বেঁচে আছি
আমি যার সঘন ছায়ায়।)

আলো এবং অন্ধকার

আলো

ঘুম থেকে উঠেই প্রথম দৃশ্য চোখে পড়লো :
অন্ধকারের গর্ভ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এসে আলোর শিশুরা
সারাটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়েছে।...
তারপর কখন ধীরে-ধীরে সকাল গড়িয়ে
দুপুর হ'লো, দুপুর গড়ালো বিকেলে,
বিকেল গড়ালো সন্ধ্যায়,
এবং তারপর ঘনালো রাত্রি, অন্ধ রাত্রি।...

এবং অন্ধকার

এবং নিঃসীম অন্ধকার
সারাটা শহরের বুকে নেমে এলো
চোরের মতো চুপিচুপি, ত্রস্ত পায়ে;
এবং তার হিংস্র দুই চোখে
জ্বলে উঠলো
ট্র্যাফিকের আলো, স্ট্রীটের আলো।
আর,
মানুষরূপী পশুর আকাঙ্ক্ষায়
নেমে এলো আদিম পিপাসা।

যখন সময় হবে

যখন সময় হবে তাকাবে না কেউ।
কাজল নদীর বুকে ছোটো-ছোটো ঢেউ
জেগে উঠে ভেঙে যাবে দূর উপকূলে ;
আকুল আকাশখানি নীল তারা-ফুলে
ছেয়ে যাবে ধীরে-ধীরে ; নিথর বাতাস
মনে হবে, যেন ফেলে ব্যথিত নিঃশ্বাস ;
তামসী দৃষ্টিকে মেলে গভীর দু'চোখে
কাঁদে যেন চরাচর মানবিক শোকে।

যখন সময় হবে তাকাবে না কেউ ;
দেহমনে জেগে উঠে অন্ধকার ঢেউ
মিশে যাবে শব্দহীন মৃত্যু-মোহনায়।

অথচ গোধূলি আলো জীবন রাঙায় ;
অথচ প্রভাত আলো নিশীর শিশিরে
রেখেছে, অবাক, দেখো জীবনকে ঘিরে !

ভিখারিরা

'অন্ন দাও, অন্ন দাও'—একটানা দীর্ঘ হাহাকার
বুকে চেপে ভিখারিরা কতো যুগ নীরবে যে আছে।
প্রাণে ব'য়ে অন্তহীন লাঞ্ছনার তীব্র ব্যথাভার
যুগ হ'তে যুগান্তরে ভিখারিরা কোনোক্রমে বাঁচে।

অন্নের সন্ধান নেই। তাই সেই রুদ্ধশ্বাস ঝড়ে
তারাও আকুল হয়; যন্ত্রণায় বিমথিত হ'য়ে
আকাশের দিকে চেয়ে, জল নিয়ে চক্ষুর বলয়ে,
অসহ্য জ্বালায় কাঁপে তা'রা সব ক্ষুধিত প্রহরে।

কোথাও আশ্বাস নেই। দলে-দলে অসহায় তা'রা
এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করে;
অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে, পাড়ি দিয়ে জীবন-সাহারা
একে-একে ঠাঁই নেয় মরণের অন্ধকার ঘরে।

চিরদিন তারা শুধু পান ক'রে তিক্ত বেদনাকে;
তবু হায়, ক্ষতচিহ্ন প্রাণে নিয়ে তারা বেঁচে থাকে!

অঙ্কুর কবিতা

১.

কাকে টানে মদ মাংস, কাকে টানে সজ্জিত শরীর ?
অথচ বাস্তব ক্ষুধা সর্বনাশা ধ্বংসের পাতালে
কাকে টেনে নিয়ে যায় ? কামাতুরা এই পৃথিবীর
হৃদয়ে লুকানো কোন্ অন্ধকার দীপ্ত শিখা জ্বালে
বিপরীত সঙ্গলিপ্সু যৌবনের ইচ্ছার গভীরে ?
কোন, তীব্র হাহাকার জন্মস্রোতে আসে ফিরে-ফিরে ?

কিছুই জানি না আমি। শুধু এক দুরন্ত তৃষ্ণার
শঙ্খধ্বনি শুনতে পাই অন্ধকার রাত্রির প্রহরে
নীলবর্ণ রক্তস্রোতে ; শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রান্তরে
সৃষ্টির প্রথম ক্ষুধা কেঁদে মরে ; রুগ্ন আকাঙ্ক্ষার
শিখা জ্বলে ধমনীতে ; জন্মান্তের পরিচিত সুর
উন্মত্ত ব্যাকুল ক্ষণে করে তীব্র কামনাবিধুর।

অথচ অস্পষ্ট নয় এই সব ইঙ্গিতের ভাষা
ক্ষুধার্ত বর্বর চোখে ; প্রকৃতির রূপবদলের
দীপ্র লয়ে ক্লান্ত মন তাই খোঁজে রূপজীবিনীর
সঙ্গ-সুরা, অনির্দিষ্ট হাহাকারে ইচ্ছার বিপাশা
পাড়ি দিয়ে, পূর্ণ করে স্বপ্ন-সাধ ভ্রষ্ট যৌবনের ;
কামান্ধ শরীর টানে রক্ত মাংস এই ধরিত্রীর।

এবং আশ্চর্য আরো : সর্বকামী এই বাসনার
অন্ত নেই ; শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন কামের অনল
অহর্নিশ প্রজ্জ্বলন্ত আমাদের শরীরে ও মনে।
যদিও প্রত্যেকে বাঁচি ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ভুবনে
বার-বার অভীপ্সিত, তবু যার দেহ শতদল
হ'য়ে ফোটে, তাকে দেখে জ্ব'লে উঠি ঈর্ষায় অপার।

২.

অনায়াসে প্রিয়া হও একই রাত্রে ভিন্ন-ভিন্ন বহু পুরুষের।

বিবেকে বাধে না আর আজকাল ;

একদা যদিও

রাত্রির গভীরে কোনো অজানিত পুরুষের ঘরে

ভয় পেতে, স্বচ্ছ মন কেঁপে উঠতো শঙ্কায় তোমার ;

কিন্তু সম্প্রতি যেহেতু

এই বাঁকা ক্রূর পথে বহু দূর এগিয়েছো তুমি,

তোমার ভেতরে তাই আজ আর বিবেকের দংশন নেই।

তবুও জিজ্ঞাসা করি তোমাকেই, হে বারবণিতা,

যখন শিকার করো পুরুষকে, (যে-পুরুষ

পৃথিবীর প্রথম শিকারী,) তখন কি কামান্ধ মনের

নিগূঢ় গোপন দেশে কোনো পাপ, কোনো জ্বালা

অনুভূত হয় না তোমার,

যেমন কোনো নিন্দিত

অবিবেকী কাজ করলে

আমাদের প্রত্যেকেরই হয় ?

হয়তো হয় না ;

অথবা স্থূল শরীরের সীমা ছেড়ে

মানুষের মনের সন্ধান

এখনো পাওনি তুমি ;

এবং পাওনি ব'লেই

আজো তুমি

অনায়াসে প্রিয়া হও একই রাত্রে ভিন্ন-ভিন্ন বহু পুরুষের।

৩.

আর তৃষ্ণা জাগিও না, মহাতৃষ্ণা জাগিও না আর।
সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, দৃষ্টি জুড়ে আদিম বিভ্রম ;
শোনো হে স্বৈরিণী, তুমি আকাঙ্ক্ষার অন্ধ মেঘনার
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সেই ক্ষুধা জাগিও না আর হিংস্রতম।

তোমাকে সর্বস্ব দিই ; সব দিয়ে যেন স্বর্গসুখ
পাই আমি তোমার ও-অস্তিত্বের অতল গভীরে।
প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করতে প্রতি অঙ্গ ব্যাকুল, উৎসুক ;
তীব্র পিপাসার জল খুঁজে পাই তোমার শরীরে।

তবুও মিনতি করি সেই তৃষ্ণা জাগিও না আর।
দূরে যাও, দূরে যাও, হে দয়ালু রূপসী স্বৈরিণী
আমার পৃথিবী থেকে ; কামার্ত চোখের বাসনার
তৃপ্তি নেই, আমি জানি ; আমি জানি, হে রূপজীবিনী,
যৌবনের লালসার অন্ত নেই ; তবুও তোমাকে
করুণ মিনতি করি মুক্তি দাও এবার আমাকে।

৪

'পুরুষেরা মূল্যবান'—এ-কথা তোমার জানা আছে,
আমি জানি ; কিন্তু ভাবো, পুরুষের সমস্ত শরীরে
আকাঙ্ক্ষার কতো তীব্র যন্ত্রণায় উগ্র হ'য়ে আছে !

যে-পুরুষ চ'লে যায় শুধুমাত্র এক রাত্রি থেকে,
তাকেও কি মনে রাখো ? তার কথা তবু মনে পড়ে
যখন আরেকজন কাছে আসে 'প্রিয়তমা' ডেকে ?

হয়তো পড়ে না মনে ; মনে পড়া প্রায় মূঢ়তার
মতো হবে ব'লে তুমি তাকে আর মনেও আনো না ;
অথচ জানো না তুমি তার দুঃখ কী-তীব্র, অপার।

না জেনেই ভুলে-যাওয়া দোষ যেন তোমার স্বভাবে—
যেহেতু সোনার লোভে প্রিয়া হও বহু পুরুষের,
তাই কি পোড়ে না মন একজন প্রিয়র অভাবে ?

প্রেমিক পাখি ও প্রেমিকা ফুলের গোপন কাহিনী

একটি ফুলের গান রোজ শুনে-শুনে
মাতাল হয়েছি আমি সে-ফুলের গানে ;
ভেসে যাই সেই তীব্র সুরের প্লাবনে—
সে তবুও গান গায় আপনার মনে ।
বন্দী আমি তার তীক্ষ্ণ মূর্চ্ছনার টানে ;
সমস্ত সকালসন্ধ্যা কাটে গান শুনে ।

গুন্‌গুন্‌ গুন্‌গুন্‌ সেই ফুল গায়
যখন একটি পাখি তার ডালে ব'সে
দোলা খায়, দোলা খায়, আর দোলা খায় ।
মনে হয় : পাখিকে সে প্রণয় জানায় ;
সেই ফুল তাই তাকে সে-গান শোনায় ।

তীক্ষ্ণ প্রেম দেখি আমি বাতায়নে ব'সে ।

মধ্যমগ্রামে দুপুর

সে এক আশ্চর্য সুর
হৃদয়ের কান পেতে আমি শুনলাম—
যখন ঘনালো স্তব্ধ দীঘল দুপুর
দিকে-দিকে, মগ্ন হ'লো মধ্যমগ্রাম
নৈঃশব্দ্যের অমুধ্যানে।

গাছের ছায়ারা সব একে-একে হ্রস্ব হ'য়ে এলো;
একটি নিঃসঙ্গ চিল ধীরে-ধীরে
হাওয়ার উজানে উড়ে গেলো;
দূরের পথের বাঁকে গরুর গাড়ীর
মন্থর চাকার ক্লান্ত গানে,
কাকে যেন পেতে চায় এ-হৃদয় হৃদয়ের টানে,
ইচ্ছার উঠানে!

স্বপ্নের ঝরনার মতো দূর থেকে ভেসে আসে
স্বরবিদ্ধ কানে সেই নাম:
মধ্যমগ্রাম।

শ্রাবণী

আষাঢ়ের দিনে তোমাকে দেখেছি
একা পথ হাঁটো জলে-ভেজা পথে ;
অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি
দূরে যাবো ব'লে তোমার ওই রথে ।

কী-জানি, কেন যে আমার হৃদয়ে
সারাটা পৃথিবী একাকার আজ !
কী-জানি, কেন যে মেঘের উদয়ে
এই মন রাঙে রঙে গেরুবাজ !

সখি, আমি তা তো বুঝি নি, বুঝি না ;
তবুও পাথর বেঁধেছি এ-বুকে ;
এই জীবনের কোনো সুখে-দুখে
তাই তো তোমাকে কখনো খুঁজি না ।

ফিরে যাও তুমি ; এখনো এখানে
শ্রাবণ আসে নি । এই ভেজা দিনে
তুমি আজ আর বেঁধো না কো ক্ষণে—
মেতে থাকো তুমি আষাঢ়েরই গানে ।

হে অনন্যা

এনে দাও হে অনন্যা, প্রাণের নূপুরে
ছলোছলো শ্রাবণের নির্জন দুপুরে
বিস্মৃত স্বপ্নের সুর ; হৃদয়ে আমার
আবিষ্ট শিল্পীর মতো তুমি বারবার
এঁকে দাও লুপ্ত ছবি। ধূসর এ-প্রাণে
যৌবনের আরক্তিম কামনার গানে
ভ'রে দিয়ে ধূ-ধূ রিক্ত ইচ্ছার আকাশ,
ধরা দাও, বন্ধ করো বিষণ্ণ বাতাস।

ফেনির্ল সমুদ্রগান স্মৃতির সেতারে
প্রকৃতির পরিব্যাপ্ত অদৃশ্য বেতারে
আজো ভেসে আসে ; আর দৃষ্টির দর্পণে
দেখে কতো মুগ্ধ দৃশ্য, বোবা অন্ধ মনে
চাপি আমি দীর্ঘশ্বাস।

তবু, হে অনন্যা,
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে চোখে নামে বন্যা।

গঙ্গা-বাণী

নবদ্বীপের চিত্রে, গল্পে, কাব্যে, চৈতন্যমঙ্গলে
গঙ্গার পবিত্র রূপ কী-প্রশান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা
নিয়ে বেঁচে আছে, দেখো, একবার ভেবে দেখো শুধু।
কোথাও বিচ্ছেদ নেই কামরূপ-বঙ্গ-উৎকলে
কীর্তন-প্লাবিত সেই পূত স্বচ্ছ পটভূমিকায়।
সবাই গৌড়ীয় তা'রা ; শ্রীহট্ট-পুরী-বৃন্দাবন
যেখানে হোক না ঘর, ভূগোলের যে-কোনো প্রান্তরে,
অন্তরে-অন্তরে তা'রা সকলেই এক সঞ্জীবনী
মন্ত্রবলে উদ্দীপিত।

অথচ আশ্চর্য, কী-কুটিল
হিংস্রতায় মত্ত হ'য়ে পরস্পর ধ্বংসের পাতাল
খুঁড়ে চলছে দিগ্‌ভ্রষ্ট সাম্প্রতিক জগাই মাধাই !
অথচ তা'রাও জানি অনুতাপে পুড়ে সোনা হ'য়ে
ধ্রুব পথ খুঁজে পাবে একদিন ; আজো তাই জননী-গঙ্গার
স্নেহকণ্ঠ শুনতে পাই : অন্তরের নিগূঢ় কালিমা
মুছে ফেলো, শুদ্ধ হও, ক্ষমা-মন্ত্রে বিভেদকে ভোলো ;
নবদ্বীপ তীর্থ হ'তে ধূলিরেণু নিয়ে যাও কুটিরে-কুটিরে।

একটি আশ্চর্য নদী : গঙ্গা

একটি নদীর নামে এই দেশ এখনো চঞ্চল।
একটি নদীর নামে এ-দেশের প্রতি ঘরে-ঘরে
আজো শঙ্খ বেজে ওঠে প্রতিদিন গোধূলি-প্রহরে ;
এ-দেশের ঘরে-ঘরে আজো পুণ্য এ-নদীর জল।

বহু লক্ষ যোজনকে একসূত্রে বেঁধেছে এ-নদী—
বেঁধেছে আপন বুকে দূর-দূর বিজন প্রদেশ,
অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে মিলনী সে-সঙ্গীতের রেশ
তুমি স্পষ্ট শুনতে পাবে, কোনোদিনো কান পাতো যদি।

অতীত আগামী সব একাকার এ-নদীর জলে ;
আমাদের ইতিহাস, আমাদের প্রতি রক্তকণা,
আমাদের জীবনের সব স্বপ্ন, সমস্ত সাধনা
সব কিছু বেঁচে আছে এ-নদীর গভীর অতলে।

এমন আশ্চর্য নদী পৃথিবীর কোনো দেশে তুমি
কখনো পাবে না, জেনো, কোনো কালে কখনো পাবে না ;
প্রতিটি প্রাণের কেন্দ্রে জমে আছে এ-নদীর দেনা—
এ-নদীর স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায় ধূ-ধূ মরুভূমি।

এমন আশ্চর্য নদী আমাদের এই দেশে আছে ;
এ-নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জন্ম থেকে মৃত্যুর সীমানা
প্রশান্ত সন্ধ্যার মতো রম্যতায় স্পষ্ট আছে টানা।

আশ্চর্য, এমন নদী আমাদের এতোখানি কাছে।

চারদৃশ্য

এক : ট্রাম থেকে

একটি বিধ্বস্ত দেহ প'ড়ে আছে ফুটপাথে। তার
চারিদিকে জনারণ্য ; কারো চোখে অশ্রুর বিপাশা
আর কারো মুখ মূক দীর্ঘশ্বাসে ; মূর্ত বেদনার
প্রতিমূর্ত চিত্র যেন। হয়তো বা প্রাণের পিপাসা
এখনো ফল্গুর মতো প্রবাহিত আছে সেই দেহে
অথচ ক্ষমতা নেই প্রকাশের; হায়রে, মৃত্যুর
এ-কী হিংস্র সর্বজয়ী রূপ। মমতা-করুণা-স্নেহে
বেড়ে-ওঠা সেই প্রাণ চ'লে গেছে আজ কতো দূর।

দুই : ট্রেন থেকে

একটি দিঘীর জলে একটি শিকারী বাজপাখি
ছায়া ফে'লে মগ্ন, স্থিরচিত্র যেন ; এদিকে দু'পাশে
গাছগুলো যেন ছুটে চলেছে উধাও। আমার হৃদয়
কাকে যেন খুঁজে ফেরে ম্লান দীর্ঘশ্বাসে
ভুলে গিয়ে সব জ্বালা, সব ক্লান্তি—ভয় ;
হায়রে, প্রাণের সাধ কাঁদে যেন কাকে ডাকি'-ডাকি'।

তিন : লঞ্চ থেকে

দুই তীরে ঝাউবন কী-আনন্দে করতালি দেয়
সরল শিশুর মতো; বহু দূরে গ্রামের সীমানা
দেখা যায় ; ওই মাঠ, ওই বন, ওই ধানখেত
অপ্রাকৃত চিত্র যেন।   ব্যাকুল হৃদয়ে জন্ম নেয়
রোম্যান্টিক সেই ইচ্ছা ; মেলে দিয়ে কল্পনার ডানা
আমার স্বপ্নের পাখি উড়ে যায় সেই দূর দেশে—
যেখানে প্রাণের রঙ বিচিত্রিত ঢেউয়ে এসে মেশে;
মুগ্ধ চোখে আমি দেখি সেই মাঠ, সেই বন আর ধানখেত।

চার : প্লেন থেকে

সমস্ত খেতের আল মিলেমিশে এক হ'য়ে গিয়ে
একটি ধূসর শাড়ী যেন প'ড়ে আছে প্রান্তরের
উন্মুক্ত বুকের 'পরে ; সম্পন্ন স্মৃতির সর্বস্বতা নিয়ে
আকাশ বাতাস ফের
মুখরিত হ'য়ে এলো, ধীরে থেমে এলো
যন্ত্রের ঘর্ঘর,
অশান্ত হৃদয় বুঝি অবশেষে তাই খুঁজে পেলো
অনুভবে স্বপ্নের মর্মর।

একটি হাহাকার

তোমার হৃদয়ে আহা, আজো আমি অপরাধময়।

তাই আমি দূরে-দূরে থাকি, ভয়ে-ভয়ে কথা বলি;
চেতনার নীল স্বপ্ন হ'য়ে গেছে আজ অবক্ষয়;
তাই আমি সংসারের রাজপথে একাএকা চলি।

সারাটা পৃথিবী আজ অন্ধকার; মনের গহনে
এতোটুকু আলো নেই; ব্যথার এ ধূ-ধূ বালিয়াড়ি
কী-ক'রে যে পার হবো, কী-ক'রে যে পার হবো বলো!
তবু যে পিপাসা নিয়ে এই দুঃখী প্রাণের নির্জনে
এখনো ফাল্গুন আসে; কী-ক'রে ফেরাতে বলো পারি
দীপ্ত সেই ফাল্গুনকে, কী-ক'রে ফেরাতে পারি বলো!

হৃদয় মথিত হয়! অন্তরের আকুল প্রয়াস
তীব্র এক হাহাকারে প্রতিক্ষণ দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়;
অন্ধকার দু'টি চোখে জমে অশ্রু, নোনা, বারোমাস।

তোমার হৃদয়ে আহা, আমি আজো অপরাধময়।

মরুদাহ

কে গো তুমি কে গো তুমি মমতার মেঘে-মেঘে এলে,
কে এলে কে এলে আহা, বেদনার মরুদাহ জ্বেলে!

হৃদয়ের অন্ধকারে থরোথরো আবেগের আলো
ভালোবেসে ছড়িয়ে, কে যে আমায় সে-পথ দেখালো,
যে-পথ অশ্রুর পথ! যন্ত্রণার রক্ত-রঙা ধুলো
চেতনার আঁকাবাঁকা পথে-পথে কে যে এনে থুলো,

জানি না জানি না আমি। এ-মনের দগ্ধ তটরেখা
মনে হয় : আজ যেন বিদায়ী সে-অতিথিরই মতো,
মুছে দিয়ে যেতো ছিলো ব্যথাময় ছায়া-ম্লান লেখা
যে একাকী চ'লে গেছে ফেলে রেখে স্মৃতিচিহ্ন শত।

যে-স্মৃতি কান্নার স্মৃতি। দূরগন্ধা সেই স্বপ্নযুগ
প্রত্যাবৃত্ত হবে না যে কোনোদিনো তা তো আমি জানি ;
তবু সেই প্রত্যাশায় দেহমন এখনো উন্মুখ ;
বুঝি তাই ছেঁড়া পালে হাওয়া দিলে, হে সুদূরযানী।

কে গো তুমি কে গো তুমি বেদনার মেঘে-মেঘে এলে,
কে এলে কে এলে আহা, মমতার মরুদাহ জ্বেলে।

স্মৃতির মাঝে

কোন্ যুগে যেন আমি এই পৃথিবীতে
রূপালী রাত্রির গানে, দিনের মায়ায়,
এঁকে গেছি কতো ছবি স্মৃতির তুলিতে—
রামধনু সাতরঙা মনের কায়ায়।
হৃদয়ের যমুনায় কতো ঢেউ তুলে,
স্বপ্নে-দেখা এক মেয়ে অভিমানে এসে
গজমোতি হার আর প্রবালের ফুলে
সাজিয়েছে, নিয়ে গেছে পরীদের দেশে।

সেদিন আকাশ-ভরা নীলিমার মেলা
প্রাণের গহনে দিতো মাধুরী ছড়িয়ে ;
আর ছিলো রাত্রিময় জোনাকির খেলা,
এবং যুঁথির মালা বোবা দুঃখ নিয়ে।
সে-সব হয়েছে শেষ ; নোনা অশ্রুজলে
সব স্বপ্ন লুপ্ত আজ বিস্মৃতির তলে।

হারানো স্বপ্নের দিন

পনেরো আশ্বিন এসে মনের আকাশে
স্বপ্নে যাকে এঁকে দিলো রিক্ত হাহাকারে,
বিক্ষত যৌবনে আজ বিভোল বাতাসে
তাকে শুধু মনে পড়ে, তাকে বারেবারে।
ডুবেছে দিনের সূর্য রাত্রির আঘাতে,
হারিয়েছি তাকে আমি ব্যর্থ অভিমানে—
তবু যেন ক্লান্ত মন বিনম্র প্রভাতে
আজো তাকে খুঁজে পায়, নৈঃশব্দ্যের গানে ।

জীবনে নেমেছে যতি। বিবিক্ত কামনা
দুঃখের অতন্দ্র লগ্নে, ধূসর প্রহরে,
বিস্মৃত গানের সুরে দুর্বহ যন্ত্রণা
এখনো জাগিয়ে তোলে স্মৃতির জঠরে :
চৈতন্যের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এখনো সে-ঝড়
তীব্র সুখে ভ'রে দেয় প্রতিটি প্রহর।

ট্রিলজি

এক। মনে পড়া

একটি মেয়ের কথা আজো পড়ে মনে—
বাসন্তিক স্মৃতির নির্জনে ;
এখনো সে বেঁচে আছে
এক জোড়া জলভরা চোখ নিয়ে হৃদয়ের কাছে।
আমি তাকে ভুলি নি তো—(ভুলতে পারি নি ;)
আজো আমি, স্পষ্ট বুঝি, হ'য়ে আছি ঋণী
সে-মেয়ের পরিব্যাপ্ত চেতনার কাছে,
যে-মেয়ের দেহমনে যৌবনের পবিত্র বেদনা বেঁচে আছে।

দুই। প্রত্যাবর্তনের ডাক

চলো, আজ ফিরে যাই ঘুমের সে-দেশে,
ভ্রামণিক পথিক ও পথিকার বেশে ;
যে-দেশে দিনের আলো স্নিগ্ধ অন্ধকারে
সুরভিত, ভীরু রাত্রি নীল, স্বপ্নময়।...
প্রত্যাকের পার্থিব অন্বয়
যে-দেশে প্রতীককল্প, যে-দেশে বিনম্র স্মৃতিভারে
বিপুল আকাশে ব্যাপ্ত তারাদের মন
স্নেহস্পর্শে ধন্য করে আমাদের এ-দ্বৈত যৌবন।

তিন। যৌবনের আলো-অন্ধকার

যারা শুধু যৌবনের অন্ধকারেই অন্ধ বিশ্বাসী,
কখনো তাদের দেখে আমি যদি হাসি,
তবে তা'রা বলে, 'থামো, থামো, পরিমল
হাসিকে থামাও ; আলো ? সে তো চিরঅন্ধকারলীন ;
না হ'লে রাত্রির লগ্নে এমন বিরল
আনন্দ ভুলে, কী-ক'রে হৃদয় হয় দুঃখবিলীন ?'

ম্লান হেসে তাদেরকে চুপিচুপি ডেকে আমি বলি,
'যৌবন চঞ্চল...তা তো চিরচঞ্চলই ;
তবু জেনো, তাতে আছে পাশাপাশি আলো-অন্ধকার,
এবং আলোরই স্পর্শে খুলে যায় যৌবনের যন্ত্রণার
অন্ধকার স্বর্ণ-সিংহদ্বার।'...

আমার দুঃখের ঋতু

আমরা দুঃখের ঋতু পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে
হেঁটে-হেঁটে হেঁটে-হেঁটে হেঁটে-হেঁটে অবশেষে এসে
আহত বুকের মধ্যে থেমে যায় অকস্মাৎ, স্থির।
জীবনের সব চেয়ে ধ্রুব সত্তা হৃদয়ের ঘরে
বেঁচে থাকে চিরদিন সব স্বপ্নহননের শেষে ;
(যেমন কবিতা বাঁচে কবিদের জীবনে গভীর।)

আমার দুঃখের ঋতু টেনে নেয় উদাস আমাকে
অতীতের রূপলোকে, যেখানে প্রাণের বেদনার
শান্তি আছে ; কখনো বা বাসনার স্রোতের উজানে
ভাসি আমি একাএকা ; প্রকৃতির স্নেহময় ডাকে
সাড়া দিই। চেতনার সুগহন স্বপ্নকামনার
অস্থির মুহূর্তগুলো নিরন্তর টানে, পিছু টানে।

আমার দুঃখের ঋতু অন্তহীন যন্ত্রণার মাঝে
সান্ত্বনার উৎস যেন ; বুঝি তাই জননী বসুধা
এমন নিবিড় স্নেহে কাছে টানে বিষণ্ণ আমাকে
বারোমাস ; এই আর্ত দেহমনে বাজে, শুধু বাজে
মানবিক পাঞ্চজন্য; নিষ্কলুষ কবিতার ক্ষুধা
মেটে না মেটে না আর ; (স্মৃতিগুলো অহর্নিশ ডাকে।)

আমরা দুঃখের ঋতু চৈতন্যের নির্জন প্রান্তরে
কবিতার অপার্থিব স্বপ্ন-সৌধ গড়ে, ভাঙে, গড়ে।...

বিষাদগ্রস্তের অন্তর্জলী

অপ্রেমে ও অশ্রদ্ধায় ভ'রে গেছে সমস্ত জীবন।
হে অনাদি বসুমাতা, ক্লান্ত মন কোন্ দিকে যাবে ?
ব'লে দাও, কোন্ দিকে যাবো আমি ? কোন্ দিকে গেলে
হৃদয়ের যন্ত্রণায় শান্তি পাবো ? আমার ভুবন
বেদনায় দীপ্র হ'য়ে তীব্র হ'য়ে আমাকে রাঙাবে
ব'লে দাও, অস্তিত্বের কোন্ এক সংজ্ঞা খুঁজে পেলে ?

মানুষেরা স্বার্থমগ্ন ; সংসারের স্বরূপ কুটিল।
স্নেহ নেই, প্রেম নেই, মমতা বা সান্ত্বনার ভাষা
পৃথিবীর জন্য নয় ; অপার্থিব কোন্ স্বপ্নলোকে
এই সব খুঁজে পাবো, ব'লে দাও ; জীবনের মিল
হারিয়ে ফেলেছি আমি ; বিষাদের নিবিড় কুয়াশা
ঢেকেছে সমস্ত দৃষ্টি ; অন্ধ আমি অপ্রেমে ও শোকে।

মৃত্যু বুঝি জীবনেরই অন্য সংজ্ঞা, অন্যতর নাম ?

যে-নামের উচ্চারণে মানবিক সমস্ত প্রয়াস
অর্থহীন হ'য়ে যায় মুহূর্তেই, সমস্ত স্বপ্নের
আয়োজন ব্যর্থ হয়, তার নেই কোন মূল্য, দাম।

মরণের বিয়োগান্ত অভিনয় দেখে বারোমাস
ক্লান্ত আমি, তাই আজ স্বপ্ন দেখি স্বপ্নহননের।

আবেদন

ও গোলাপ, তুই যে বেঁধালি কাঁটা বুকে—
বড়োই ভালো লাগছে ওরে এই ব্যথা ;
তোর প্রণয়ে হারিয়ে ফেলে সব কথা,
আহা, এখন আমি আছি কতোই সুখে।

ও গোলাপ, যদি এতোই ভালোবাসিস,
তবে যেন মাঝে-মাঝে সুখের দহনে
ভুলে না যাস পোড়াতে ; মনে রাখিস :
তোর আগুনই আজো এতো স্বপ্ন আনে মনে।

দুঃখী

মনের আকাশ হ'তে খসেছে তারকা।

সে চায় একাকী তাই যন্ত্রণা ছড়াতে
দিগন্তের রক্তমেঘে ; নির্জন দুপুরে
স্বপ্ন-কামনায় যাকে চেয়েছে জড়াতে
স্মৃতির জটিল জালে, বিচ্ছেদের সুরে
হারিয়েছে তাকে।

তাই সে মৃত্যুকে চায়—
সত্তার গহনলোকে বোবা দুঃখ চায়।

মনের আকাশ হ'তে খসেছে তারকা।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে কী-ভাবে মুগ্ধ করে

দেখেছি বাউল এক দুই চক্ষু কানা—
দিনরাত গান গায় তা-রে-না-না-না-না ;
সে-গানে সুরের সুরা অথবা সে-ছায়া
তেমন কিছুতো নেই, তবু তার মায়া
কী-প্রশান্ত আবেগের গাঢ় স্বপ্ন আনে
হৃদয়ের সুগহনে। শপথের টানে
চেতনার মেঘনায় কতো ঢেউ-ভাষা
জেগে ওঠে, প্রাণে জ্বলে কতো দীপ্র আশা।··

তেমনি আমার কাছে কবীন্দ্রের গান
পরম মাধুরীমাখা ; উদাস সে-তান
আমাকে উতলা করে, করে আর্ত, মুগ্ধ;
এ-সুরের স্পর্শ পেলে জীবনের ক্ষুব্ধ
ইচ্ছেগুলো ঝ'রে যায়।
আনন্দের ঝড়
জেগে উঠে দীপ্ত করে বিষণ্ণ প্রহর।

একশ' বছর পরে শরৎচন্দ্র-কে

॥ ক ॥

তোমাকে স্মরণ করি। তুমি ছিলে বাঙ্‌লার আত্মার
মূর্তিমন্ত বাণী—
জানি, আমি জানি;
কোটি-কোটি প্রাণ জুড়ে বাঙালির ধ্যানমন্ত্র তুমি
একদিন উপহার দিয়েছিলে। প্রেমের ক্ষুধার
সেই স্বপ্নে আজো তাই মুক্তি খোঁজে এই পুণ্যভূমি।

॥ খ ॥

একশ' বছর পরে চুরমার বক্ষের গহ্বরে
তোমার উদ্বেল স্মৃতি থেকে-থেকে আজো তোলপাড়
হ'য়ে ওঠে; যদিও বা পৃথিবীর সর্বত্র আঁধার
এখন প্রচণ্ড গাঢ়, যদিও বা সব পথ মৃত্যুর কবরে
গিয়ে লীন হ'য়ে গেছে, যদিও বা আজ কোনোদিকে
আলোর আভাস নেই, তবু জানি আপন মুক্তিকে
একদিন এই দেশ খুঁজে পাবে তোমারি নিরিখে।

তিন সখী

(১)

আবার তোমাকে দেখলাম—
হৃদয়ের বেদনায় গোধূলির ধূলো-রাঙা পথে অকস্মাৎ।
দীর্ঘদিন পরে তোমাকে দেখে মনে হ'লো :
যেন আদিগন্ত নীল জলের বহু ওপারে
আনন্তিক বাঙ্‌লার সেই চিরচেনা শ্যামলিমা নিয়ে
তুমি আবার আমার প্রবাসজীবনে ফিরে এলে ;
ধরা দিলে তৃষিত এ-হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে।
তখন আমি যেন ব্যথাতুর দু'হাতের
অপরূপ আঙুলের ইশারায়
তোমাকে ডাকলাম—
যেন আকুল হ'য়ে তোমাকে ডেকে বললাম :
এসো, এসো, হে সখি, হে অকরুণ সখি,
বেদনার সিঁড়ি ভেঙে চ'লে এসো চেতনার অতল গহনে।

তখন আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে
তুমি শুধু ম্লান মুখে সামান্য একটু হাসলে ;
তারপর? তারপর হঠাৎ শ্রাবণের বাঁধভাঙা ঢেউ
দু'চোখের নীল হ্রদে জাগিয়ে
আমার পায়ের কাছে ভেঙে প'ড়ে তুমি বললে :

পৃথিবীর এই যে সুখ, এই যে আলো, আর এই রূপ নয়নাভিরাম,
এরাই দিতেছে ব্যথা, এখনো আমাকে আহা,
রাত্রিদিন জুড়ে অবিরাম।

(২)

রূপমুগ্ধ আমার এ-দু'টি চোখের সামনে
এমন বিহ্বল সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয়
কোনোদিনো যে তোমার
এমন অকস্মিক আবির্ভাব হবে,
এ তো আমি কিছুতেই ভাবতে পারি নি ;
অথবা স্বপ্নেও ভাবি নি।
অথচ তা-ও তো হয়েছে ;
আর এ যে একেবারে
সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতোই সত্য।

কিন্তু আমার আহত চোখের সামনে
আবির্ভূতা হওয়ার আগে
একবারো কি তুমি ভেবে দেখেছো,
একবারো কি তুমি ভেবে দেখেছো
আমার মনের আর্তির কথা ?
এবং যদি তুমি ভেবে থাকো
তখনি, কেবল তখনি জেনো
আমার চোখের সামনে সন্ধ্যার মায়াবী আলোয়
তোমার আবির্ভাব সার্থক হয়েছে, হয়েছে সুন্দর।

আর তা না হ'লে ?

কী-লাভ তোমার বলো আমার বিক্ষত প্রাণে এতো ব্যথা দিয়ে ?
কী-লাভ তোমার বলো উতোল কান্নার রঙে আমাকে রাঙিয়ে ?

(৩)

একটা নিষ্ঠুর প্রশ্ন বুকে নিয়ে সারাদিন ঘুরে,
যন্ত্রণার যতো পথ—যতো গলি, যতো রাজপথ,
সব পার হ'য়ে
এখন ভীষণ ক্লান্ত আমি।
দারুণ ভারী একটা স্মৃতি মনে ব'য়ে-ব'য়ে
কেটেছে আমার জীবনের কতো যে অমাবস্যা রাত!
অথচ সেই সব হতাশাকরুণ রাত্রেও
সহসা শুনেছি
কোনো প্রেমিকের প্রাণের প্রেমের অশান্ত কলধ্বনি—
দূরগামী পাহাড়িয়া খরস্পর্শ নদীটির সঙ্গীতের মতো।
সেই সব অন্ধকার রাত্রেও আমি কান পেতে শুনেছি
কারা যেন একে অন্যের বক্ষলগ্না হ'য়ে বলছে :
ভালোবাসি, আমি তোমাকেই ভালোবাসি।
আর দু'টি মুগ্ধ চক্ষু মেলে দেখেছি
দূরে, অনেক দূরে, যেখানে আকাশমাটির ছোঁয়াছুঁয়ি
সেইখানে, শঙ্খশুভ্র ঝাঁক-ঝাঁক কাশের বনে
জোনাকিদের মহোৎসব ;
এবং তখনি, ঠিক তখনি
আমার হৃদয়ে জেগেছে একটি প্রগাঢ় অনুভূতি।
তাই আমি প্রার্থনা করেছি—
ওরা যেন বেঁচে থাকে চিরকাল প্রণয়ের দীপশিখা হ'য়ে,
হৃদয় রাঙাতে পারে ওরা যেন যুগে-যুগে জয়ে-পরাজয়ে।

শোকাতের আবেদন

(মা-র মৃত্যুশিয়রে রচিত)

আমার চোখের আলো নিভে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে
একাএকা দিশেহারা আমি পথ খুঁজি, পথ খুঁজি…
কেউ নেই এ-অন্ধকে হাত ধ'রে পার ক'রে দিতে
অন্ধকার এই পথ; হায় গো, কী-তীব্র হাহাকারে
ফুরালো আমার রিক্ত জীবনের শেষতম পুঁজি!

কে আছো, কে আছো আজ এ-অন্ধকে পার ক'রে নিতে
যন্ত্রণার রাজপথ, অন্য কোনো স্নেহের সড়কে?
কে আছো, এগিয়ে এসো; আমার দৃষ্টির স্মিত আলো
নিভে গেছে তীক্ষ্ণ শোকে; (সেই শোক কী-ভীষণ কালো!)
প্রাণের স্বপ্নের সব ম'রে গেছে প্রধান সড়কে।

কেউ নেই? কেউ নেই? সুবিশাল এই পৃথিবীতে
কেউ নেই এ-অন্ধকে হাত ধ'রে পার ক'রে দিতে
দিশেহারা এই পথ? তাহ'লে কোথায় যাবো আমি?

কী-ক'রে বাঁচবো তবে, ব'লে দাও, হে জীবনস্বামী।

দূরযান

হবো সে নির্জন নদী পার।
আর,
অন্ধকার
কিছু স্বপ্ন খুঁজে পাবো রিক্ত বেদনায়

স্মৃতির হারানো পথে ;
ভগ্ন মনোরথে
যাবো যাবো, ফিরে যাবো আমি কোনোমতে
সেই দূর পথে

বুকে নিয়ে অতীতের মগ্ন এক গান,
যার প্রেমে এ-হৃদয় আজো বিবস্বান ;
আর সে আবিল ব্যথা সব পিছুটান
মুছে ফেলে, অনুভবে যুঁথি হ'বে স্নিগ্ধ, অফুরান।··

স্মৃতিরঞ্জিতা

পৌষ-ফাগুনের লগ্ন আবার ঘনিয়ে এলে,
গহন মনের অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে,
তুমিই এসো, তুমিই এসো—
হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে আমায় ভালোবেসো।

তোমার নরম হাতের 'পরে হাতটি রেখে,
বলবো তোমায় দীপ্তকণ্ঠে ডেকে-ডেকে :
ভয় পেও না, ভয় পেও না সঙ্গিনী,
বাজুক না হয় স্মৃতির শঙ্খ রাত্রিদিনই।

অনেক যেমন আছে নেবার,
তেমনই আছে অনেক দেবার ;
তবুও জেনো সকল দেবার সকল নেবার চেয়ে
গভীর তৃষ্ণা আজো আছে মনের আকাশ ছেয়ে।

আমি ও মিত্রানী মিত্র

মিত্রানী মিত্রকে আমি হৃদয় দিয়েছি।
প্রেমের অঙ্গারে পুড়ে
নিবিড় স্বপ্নের সুরে
মিত্রানী মিত্রকে মনে জড়িয়ে নিয়েছি।

আমাকে মিত্রানী মিত্র কী-যে ভালোবাসে!
নরম আলোর রাতে
আমার সুপ্রিয় হাতে
শেফালির মালা দেয়, গান গায়, হাসে।

মিত্রানী মিত্র আমার। আমি মিত্রানীর
বাসন্তী লগ্নের শ্বাস—
বুঝি বিকেলের ঘাস
তাই আঁকে দু'টি প্রাণে বাসনা নিবিড়!

সে ও আমি

সে রয়েছে আজো বৈশাখের দীপ্ত দাবদাহে
আমাকে জ্বালিয়ে,
ছায়া-ঢাকা পুকুরের রৌদ্র-ঝিলিমিলি ঝালরে
আমাকে কাঁপিয়ে,
সে রয়েছে আজো বাসনার তীব্র হাহাকারে
আমাকে পুড়িয়ে।

সে রয়েছে আজো সমস্ত দিবসরাত্রি জুড়ে
বেদনার করুণ স্বাক্ষরে ;
চৈত্রের ধূপজ্বালা, শ্রাবণী আকাশভরা ঝিরিঝিরি
ধারাপাতে, সিক্ত দীর্ঘশ্বাসে।
সে রয়েছে আজো ফাল্গুনের আলোকে আঁধারে
রাঙিয়ে, আমাকে রাঙিয়ে।

আমিও রয়েছি তার জীবনের গহন-গহীনে
প্রেমিকার প্রেমিক হৃদয়ে—
আশ্বিনের ফুলবনে আমাকে হারিয়ে,
আমাকেই সে পেয়েছে খুঁজে
জীবনের প্রহরে-প্রহরে।

দু'টি ছোটো কবিতা

১। ভালোবাসা

সারা দেহমন জুড়ে কী-যে এক আলোকিত সুর,
অতীন্দ্রিয় গানে-গানে আজো করে বেদনাবিধুর !

এখনো যে হিরণ্ময় আবেগের কতো রাঙা ঢেউ
মনের সমুদ্রে ভাঙে ! (হিসাব কি রাখে তার কেউ ?)

তাই আজ মনে ভাবি : মৃত্যু নয়, বেঁচে থাকা ভালো –
কেননা, জীবনে আছে আঁধারেও ভালোবাসা-আলো।

২। অসুখী

দিবসের পথ-হাঁটা শেষ হ'য়ে গেলে
যখন মায়াবী রঙ্ গোধূলি ছড়ায়,
তখন সমস্ত কাজ রেখে দূরে ফেলে
প্রেমিক হৃদয়ে সেই মেয়েকে জড়ায়।

তারপর আধো-আলো-অন্ধকার ঘরে
ঘুরে-ঘুরে চেনা মুখ খোঁজে বেদনায়—
আর ভাবে আকাঙ্ক্ষায় অস্থির প্রহরে :
আজো তবে হ'লো বৃথা, সে এলো না হায় !

দু'টি কবিতার জন্ম

১.

প্রার্থনা, জলের জন্য

জলের মতন জলকে যে চাই।

জলের মতন জল

পাই নি আমি জীবনে আজো;

তীব্র হলাহল

জীবনভোর করেছি পান—

আজকে তাই,

আমি যে চাই

জলের মতন জল,

তৃষ্ণাতুর হৃদয়ের অন্তিম সম্বল।

২.

বিনিময়

তোমার এ-ফুল

আমি দারুণ বিপুল

তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে হৃদয়ে নিয়েছি—

আর দেখো, সেই সঙ্গে হৃদয় দিয়েছি

তোমাকেই ;

কিন্তু এই

হৃদয়ের সঙ্গোপন বিনিময় কোনোদিনো

পৃথিবীর কেউ

জানিবে না, বুঝিবে না একদিন জেগেছিলো

দু'টি প্রাণে কী-যে তীব্র ঢেউ।

পদাবলী

কবে যে গিয়েছিলাম তোমার সভায়
সঙ্গে নিয়ে বেদনার মালা—
সে-কথা তো মনে নেই ; তবু সে-দিনের
স্মৃতি আনে দহনের জ্বালা।

সন্ধ্যায় পাখিরা ফেরে যার-যার নীড়ে—
ভুলে যায় দিনের কাহিনী ;
অথচ ভুলি না আমি মুহূর্তের ভুলে
কার কাছে হ'য়ে আছি ঋণী।

রাত্রিশেষে, স্নিগ্ধ ভোরে, ঘাসের শিশিরে
তোমার স্মৃতিকে খুঁজে পেয়ে,
প্রাণের গভীর কান্না মূর্ত হয় তাই
তোমারি সে-পদাবলী গেয়ে।

কোনো মৃতাকে স্মরণ ক'রে

হে বিগতা, আজো তুমি হাজার যোজন দূর থেকে
প্রত্যহ আমাকে ডাকো ; ব্যথা-ম্লান স্মৃতির আঙুলে
কেবলি আমাকে ডাকো।   রাত্রির আকাশ তারাফুলে
ছেয়ে ফেলে, অনুভূতি কতো বোবা দুঃখে দাও ঢেকে।

তোমাকে ভুলি নি আমি, হে বিগতা, কখনো ভুলি না
ব্যথায়-ডাগর-হওয়া তোমার সে অবগাঢ় চোখ—
দেহমন জুড়ে তাই সব কিছু হারানোর শোক
আমাকে উন্মনা করে সারাক্ষণ, হায় কায়াহীনা।

এখন নিঃশব্দ রাত্রি ; দিগ্বিদিক জুড়ে অন্ধকার
লোমশ জন্তুর মতো ক্রমাগত থাবাকে ছড়ায় ;
এবং তোমার স্মৃতি একা পেয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়
আমাকেও, তাই আমি একা ভাঙি শোকের পাহাড়।

গোধূলির গান

মুঠো-মুঠো যে-ব্যথাকে ছড়িয়েছো তুমি
অনন্ত আকাশ যোপে নির্জন দুপুরে,
সে-ব্যথার তীব্রতায় হৃদয়ের ভূমি
বারবার কেঁপে ওঠে বিচ্ছেদের সুরে।

প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে যে-মায়ার জাল
বুনে গেছি একাএকা আপনার প্রাণে,
বারবার ছিঁড়ে গেছে সে-মায়ার জাল
জীবনের গোধূলির তিক্ত অভিজ্ঞানে।

দিনান্তের দীর্ঘ দাহে, হে দীপ্ত, অব্যয়—
আমাকে পোড়াও, দাও জীবন-প্রত্যয়।

পরিমল চক্রবর্তী প্রণীত

।কাব্যগ্রন্থ।

নির্বাসন। বাংলা কাব্যের জগতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিচিত নাম পরিমল চক্রবর্তী। আবেগের গভীরতায়, চিন্তার নিজস্বতায় এবং রূপকল্পের মাধুর্যে এই কবি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। গীতিকবিতার প্রাণদাত্রী যে-ধারা বাংলা কবিতার আদি উৎস, সেই উৎসের গভীরেই তাঁর কাব্যসাধনার মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে। সুকুমার শিল্পের বিচারে যদিও তিনি হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী, তবু তাঁর কবিতায় কোথাও যুক্তিবাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ পায় নি। স্নিগ্ধ, মধুর ও শান্ত স্বভাবের এই কবির কাব্যসাধনার প্রথম পর্বের বিশিষ্ট কবিতাসমূহের নির্বাচিত সংকলন নির্বাসন। দাম: পাঁচ টাকা

ঝর্ণা-মন। দীর্ঘদিনের কাব্যসাধনার ফলে পরিমল চক্রবর্তীর মন ও মেজাজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যেখান থেকে জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও মমতাপূর্ণ দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে তাকানো সম্ভব নয়। সেই দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ঝর্ণা-মন পৃথিবীর প্রতি অকপট ভালোবাসা, জীবনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা এবং নিসর্গের সঙ্গে সহবাস এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার উৎস। 'স্মৃতির গোধূলি', 'তোমাকে ভালোবেসে', 'কবির ভূমিকা', 'বাউলের অভিজ্ঞান', 'নদী-স্বপ্ন' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্গত। দাম: পাঁচ টাকা

রঞ্জিত ফাল্গুন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময়সীমার ব্যবধানে প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত কবিতাসমূহে কবি কোথাও তাঁর একান্ত নিজস্ব কাব্যরীতিকে বর্জনের মূঢ়তা প্রদর্শন কিংবা অকারণ আঘাতে চুরমার করার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন নি, বরং প্রগাঢ় মমতা ও পরম প্রীতিতে সেই কাব্য-রীতিকেই তাঁর কাব্যাদর্শের সঙ্গে গভীরতর অন্বয়ে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন। ফলে, তাঁর রচিত কবিতাবলীতে, একটি আশ্চর্য ধারাবাহিকতা, যা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে ক্রমশই বিরল হ'য়ে আসছে, অনায়াস মহিমায় স্পষ্টোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। এবং কবির বিবেচনায়, স্বীয় রচনার এই ধারাবাহিকতা, যে-কোনো সৎ লেখকের সততার অন্যতম প্রধান নিদর্শন। দাম: পাঁচ টাকা।